ভিনদেশী এক বীরবল

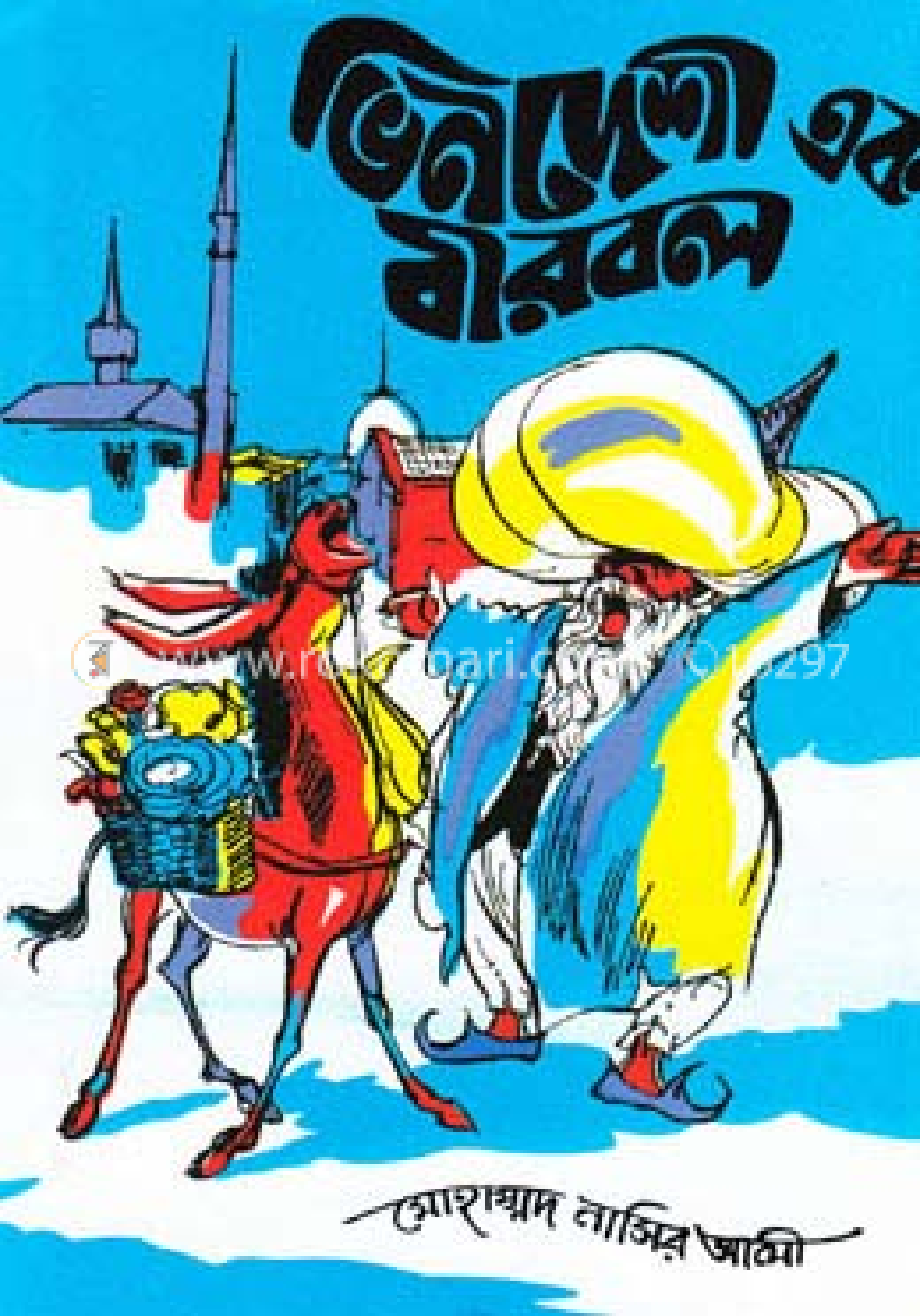

মোহাম্মদ নাসির আলী

তিনদেশী একবীরবল

মোহাম্মদ নাসির আলী

চারুলিপি

প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক মোহাম্মদ নাসির আলীর জন্ম ১০ জানুয়ারি ১৯১০ সালে বিক্রমপুরে। পড়াশোনা করেছেন তেলিরবাগ কালীমোহন দূর্গামোহন ইনস্টিটিউশনে। এন্ট্রাস পাস করেছেন ১৯২৬ সালে স্বর্ণপদক সহ। পরবর্তীতে পড়াশোনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

চাকরি জীবনের শুরু অবিভক্ত ভারতের কোলকাতা হাইকোর্টে। '৪৭ পরবর্তী সময়ে একই সাথে প্রকাশনা ও ঢাকা হাইকোর্টে চাকরি করেছেন। প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান নওরোজ কিতাবিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা অংশীদার।

শিশুসাহিত্যের উপর প্রবর্তিত প্রায় সবগুলো পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। এরমধ্যে ইউনেস্কো, বাংলা একাডেমী, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ইউনাইটেড ব্যাংক, লাইব্রেরী অব কংগ্রেস, যুক্তরাষ্ট্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন উল্লেখযোগ্য।

অধুনালুপ্ত দৈনিক আজাদ পত্রিকার 'মুকুলের মহফিল' শিশু বিভাগের প্রধান হিসেবে 'বাকবান' নামে সমধিক পরিচিত।

ফটোগ্রাফি, সেলাইকর্ম, রবীন্দ্র-নজরুল সংগীতের একনিষ্ট ভক্ত ছিলেন। তিনি ১৯৭৫ সালে ৩০ জানুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন।

ISBN 978 984 598 081 4

বাংলা ভাষায় উপমহাদেশে অর্থাৎ বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে প্রথম কিশোর সাহিত্যিক প্রয়াত মোহাম্মদ নাসির আলী মোল্লা/হোজ্জা/আফেন্দী এই তিন নামের এক ব্যক্তি সম্পর্কে যে গল্পগুলো যুগ যুগ ধরে প্রচলিত আছে তার স্রষ্টা। যতদূর জানা যায় তুরস্কে জন্মগ্রহণকারী মোল্লা নাসীরউদ্দীন হোজ্জা।

মজা-বুদ্ধিদীপ্ত, হাস্যরসাত্মক এই গল্পগুলো প্রথম ইংরেজিতে লিখেন, Idries Shah (ইদ্রিশ শাহ্) বই দুটির নাম : 'The exploits of the Incomparable Mulla Nasiruddin' 'The Pleasantries of the Incredible Mulla Nasiruddin.

মোহাম্মদ নাসির আলী বাংলার এক রসিকরাজ 'বীরবল'-এর সাথে মিলিয়ে তাঁর রূপান্তরিত নাম রাখেন 'ভিনদেশী এক বীরবল'। গ্রন্থটি প্রকাশের পর থেকেই ভীষণ পাঠকপ্রিয়তা লাভ করে কিশোর-কিশোরী ও বয়োবৃদ্ধদের কাছে। তাই নতুন আঙ্গিক বা আদলে রুচিবান প্রকাশক আমার অনুজসম হুমায়ুন কবীর তার প্রতিষ্ঠান চারুলিপি প্রকাশন থেকে বইটি প্রকাশ করছে–আজ শতাধিক মোল্লা নাসীরউদ্দীন হোজ্জা নামের গ্রন্থ প্রকাশিত হলেও মোহাম্মদ নাসির আলী'র 'ভিনদেশী এক বীরবল' একাই একশ–বলেছেন, প্রয়াত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়, এবং তার অনুপ্রেরণা 'ভিনদেশী এক বীরবল' থেকেই মোল্লা নাসীরউদ্দীনের গল্প নিজেও লিখেছেন পরবর্তীতে। নবতর মুদ্রণ গায়ে-গতরে খাটো হলেও–এই বই কিন্তু সেই–ভিনদেশী এক বীরবল-ই এক ও অভিন্ন।

–জর্জ

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ :: প্রাণেশকুমার মণ্ডল

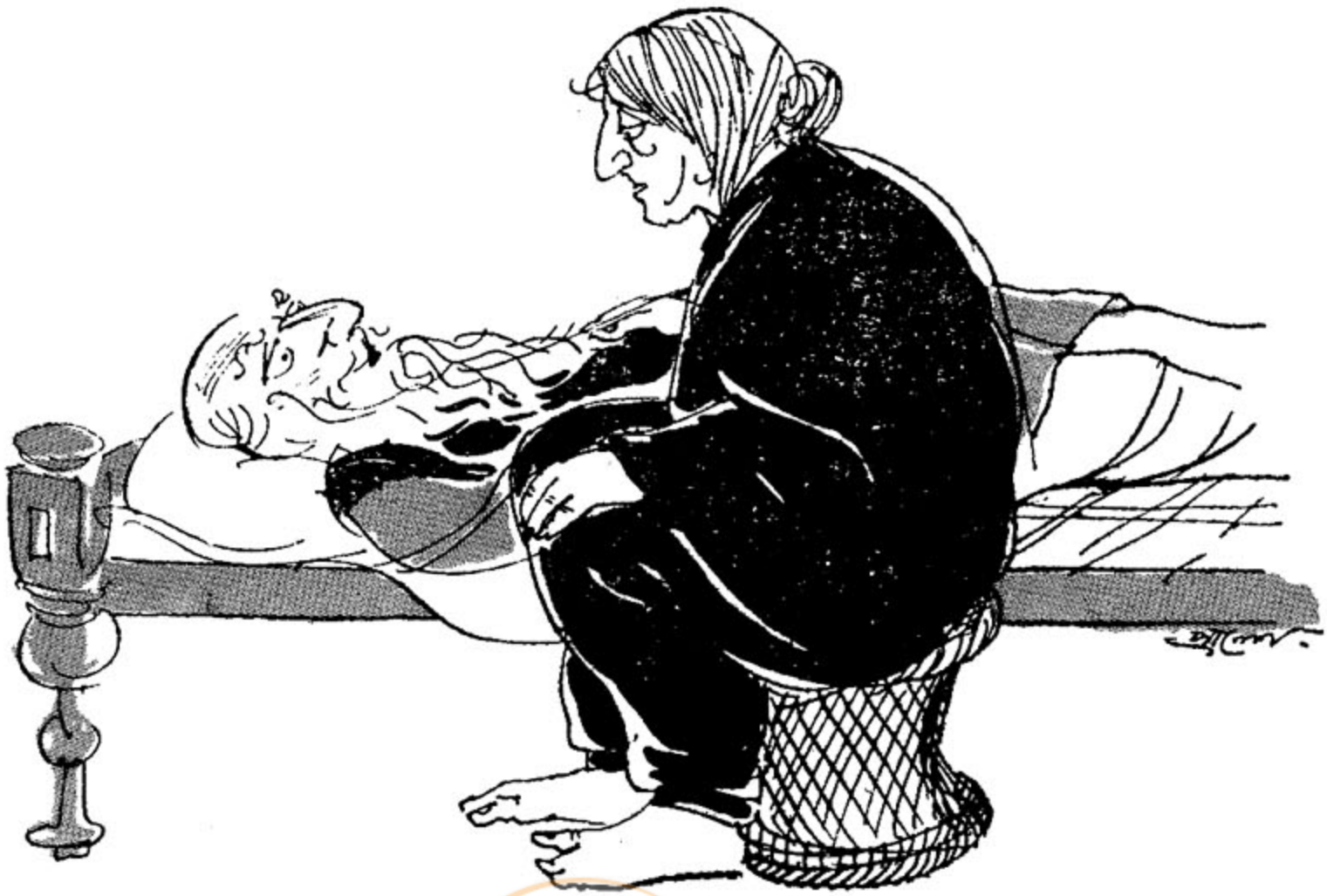

লেখকের কথা

ভিনদেশী এক বীরবল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সবার আগে যাঁর কথা মনে পড়ছে, তিনি বাংলাদেশের ছোটদের কাছে 'দাদাভাই' নামে সু-পরিচিত আমার অনুজপ্রতিম রোকনুজ্জামান খান। তারই উৎসাহে ও তাগিদে আমার এ বই লেখা অপেক্ষাকৃত কম সময়ে সম্পন্ন হতে পেরেছে এবং তাঁর সম্পাদিত ছোটদের প্রিয় মাসিক 'কঁচি ও কাঁচা' পত্রিকায় তিনি অতি যত্নের সঙ্গে এ লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেছেন।

বইটিকে শোভন চিত্রসজ্জায় সাজিয়ে তোলার জন্য চিত্রশিল্পী শ্রী প্রাণেশ কুমার মণ্ডলের প্রীতিভাজন বন্ধু-সুলভ প্রচেষ্টাও স্মরণযোগ্য। একইভাবে স্মরণযোগ্য বইটিকে সুচারুরূপে ছাপাবার জন্যে কালচারাল প্রেসের কর্মীদের সক্রিয় সহযোগিতা।

মোহাম্মদ নাসির আলী
জুন ১৯৭৬

ভিনদেশী এক বীরবল

এক

তোমাদের বয়সী এক কিশোর নিজেকে মনে করতো খুব চালাক চতুর আর বুদ্ধিমান। প্রায়ই সে বন্ধুদের কাছে বড়াই করে বলতো, দুনিয়ায় কেউ আমাকে চালাকিতে ঠকাতে পারবে না।

একদিন তার সমবয়সী এক বন্ধু, নাসিরুদ্দীন তার নাম এসে বললো, আমার সঙ্গে তুমি চালাকিতে পারবে না, আমি তোমাকে অনায়াসে ঠকাতে পারি।

কিশোর বললো, কিছুতেই পারবে না আমাকে ঠকাতে।

নাসিরুদ্দীন মুচকি হেসে বললো, আচ্ছা ভাই, তুমি একটু দাঁড়াও এখানে, আমি এক্ষুণি ফিরে আসছি তোমাকে চালাকিতে ঠকানো যায় কিনা পরখ করে দেখতে। কেমন, রাজি তো ?

'হাঁ, এক শ' বার রাজি। এই দাঁড়ালাম আমি। দেখবো কেমন চালাকিটা তুমি করো।'

এই বলে কিশোর বালকটি দাঁড়িয়ে রইলো। কি করে ঠকায় তা না দেখে সে যাবে না।

এক ঘণ্টা, দু'ঘন্টা করে প্রায় তিন ঘণ্টা সময় কোথা দিয়ে কেটে গেলো তবু নাসিরুদ্দীনের ফিরে আসার নামগন্ধও নেই। বালকটি তখন প্রায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, এমন সময়ে এক পথিক জিজ্ঞেস করলো, এখানে এতোক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি করছো ?

'নাসিরুদ্দীন আসবে বলে দাঁড়িয়ে আছি। সে নাকি একটা চালাকি করে আমাকে আজ ঠকাবে!'

'ঠকাবে ? দু'ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা আগে এ পথে যাবার সময় তোমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গেছি। সে অবধি বুঝি ঠায় দাঁড়িয়েই আছে ? এর পরেও আর কতো ঠকতে চাও তুমি ? এই তো ঠক্!'

বলে লোকটি হাসতে লাগলো।

পথিকের কথায় এতোক্ষণে ছেলেটির হুঁস হলো—সত্যিই তো নাসিরুদ্দীন তাকে আজ বোকা বানিয়েছে। লজ্জিত মুখে সে মাথা নীচু করে বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলো।

শুধু ছেলেবেলায় নয়, বড় হয়েও কিন্তু নাসিরুদ্দীন বরাবর কথায় ও কাজে লোকের সঙ্গে এমনি ধরনের কৌতুক ও চতুরতাই

করেছে। অনেক সময় লোককে হাসিয়েছে নিজে বোকা সেজে। আমাদের দেশে যেমন গোপাল ভাঁড়ের নামে আর বীরবলের নামে নানা রকম হাসির গল্প প্রচলিত আছে, তেমনি সব গল্প প্রচলিত আছে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে, তুরস্কে, বলকানে ও গ্রীসে নাসিরুদ্দীনের নামে। আরব্যোপন্যাসের সিন্দবাদ জাহাজীর গল্প যেমন দেশে-বিদেশে সবার কাছে পরিচিত, ওসব দেশে নাসিরুদ্দীনের গল্প তার চেয়েও বেশি পরিচিত।

নাসিরুদ্দীন খুব জ্ঞানী বা বুদ্ধিমান ছিলো বলে পারস্য ও তুরস্কের লোকেরা তার পদবী দিয়েছিলো হোজ্জা। তাই নাসিরুদ্দীন হোজ্জা বা হোকা নামেই সর্বত্র পরিচিত। অনেকের ধারণা, নাসিরুদ্দীন ছিলো নবম শতাব্দীর লোক। কিন্তু বাদশাহ তৈমুর-লঙের নামের সঙ্গে তার কয়েকটি গল্প জড়িত বলে কেউ কেউ বলেন, তার জন্ম হয়েছিলো, চতুর্দশ শতাব্দীতে। যেমন তার জন্মকাল তেমনি তার জন্মস্থান সম্বন্ধেও একমত হওয়া সম্ভব হয়নি।

কিন্তু সে সত্যিই যে চতুর ও কৌতুকপ্রিয় ছিলো তা তোমরা তার গল্প শুনলেই বুঝতে পারবে। বুঝতে পারবে, তার গল্প আকবর বাদশার শাহী দরবারের বীরবল বা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার গোপাল ভাঁড়ের গল্পের চেয়ে একটুও কম মজার নয়।

দুই

নাসিরুদ্দীন হোজ্জার বাড়িতে একবার এক ভোজের আয়োজন হয়েছে। রান্না করার জন্য বড় একটি কড়াইয়ের দরকার। তেমন বড় কড়াই তার নিজের বাড়িতে নেই। এক প্রতিবেশির বাড়ি থেকে প্রয়োজন মত একটি কড়াই সে ধার করে নিয়ে এলো। কাজ মিটে গেলে কয়েকদিন পর সেই কড়াইটি ফেরত দিতে গেলো। শুধু ধার করে আনা সেই কড়াইটিই নয়, তার ভেতর